

পিনাকা
মিসাইলের
সফল পরীক্ষা

৮ জুলাই : দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল ভারত। মঙ্গলবার ওড়িশার চাঁদিপুরে সমন্বিত পরীক্ষাকেন্দ্র (আইটিআর)-এ ডিআরডিও সফলভাবে পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেট-এর উড়ান পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষায় রকেটটি ৬০ কিলোমিটারের ব্যবহারকারী-নির্ধারিত ন্যূনতম পাল্লা অতিক্রম করে নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঘাত হানে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) জানিয়েছে, পরীক্ষাকালীন রকেটটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ধরনের উড্ডয়ন কৌশল সফলভাবে সম্পন্ন করে এবং পূর্বনির্ধারিত গতিপথ অনুসরণ করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। পরীক্ষাস্থলে স্থাপিত সমস্ত ট্র্যাকিং যন্ত্র রকেটটির সম্পূর্ণ গতিপথ সফলভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেট তৈরি করেছে ডিআরডিও-র আর্মামেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্ট। এতে সহযোগিতা করেছে হাই এনার্জি ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরি এবং রিসার্চ সেন্টার ইমারত। পরীক্ষাটি পরিচালনা করে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ এবং গ্রুফ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল এস্টাব্লিশমেন্ট। এই উৎক্ষেপণের বিশেষত্ব হল, এই ক্ষেপণাস্ত্রটি বর্তমানে সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত পিনাকা মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চার থেকেই উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর ফলে একই লঞ্চার থেকে বিভিন্ন পাল্লার পিনাকা রকেট ব্যবহার করা সম্ভব হবে, যা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কার্যক্ষমতা ও নমনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। সফল পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং *দ্বিতীয় পাতায়*

এল ও এ চালু হচ্ছে আজ থেকে
গভীর সমুদ্রে মাছ ধরায় নতুন যুগ

৮ জুলাই : দেশের গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় (হাই সিজ) মাছ ধরার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার ভুবনেশ্বরে ‘লেটার অব অথরাইজেশন’ প্রদান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় উদ্বোধন করবেন উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। একই অনুষ্ঠানে ‘ওডিশা ডিপ সি ফিশিং মিশন (২০২৬-২০৩৬)’-এর নথিও প্রকাশ করা হবে। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ ওড়িশায় যাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন। অনুষ্ঠানে ওড়িশার রাজ্যপাল ড. হরি বাবু কস্তমপতি, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রতিমন্ত্রী এস. পি. সিং বাঘেল-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, ২০২৫ সালে জারি হওয়া ‘গভীর সমুদ্রে ভারতীয় পতাকাবাহী মৎস্যজাহাজের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য আহরণ নির্দেশিকা’-র আওতায় এলওএ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই অনুমোদনপত্রের মাধ্যমে ভারতীয় পতাকাবাহী নির্দিষ্ট মৎস্যজাহাজগুলি ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বা ইইজেডের বাইরেও নিয়ন্ত্রিত ও বৈধভাবে মাছ ধরতে পারবে। অনুমোদনপত্রটি সম্পূর্ণ অনলাইন, জাহাজভিত্তিক এবং হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি রিয়ালট্রাফট ফিশিং ভেসেল রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রতিটি জাহাজের কার্যক্রম ডিজিটাল নজরদারি আওতায় থাকবে। প্রথম পর্যায়ে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এক্সপোর্টস লিমিটেড সহ দেশের বিভিন্ন মৎস্য সমবায় সমিতি এবং গভীর সমুদ্রগামী মৎস্যজাহাজের মালিকদের হাতে এলওএ তুলে দেওয়া হবে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে মৎস্য সমবায় ও ফিশ ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন বা এফএফপিওগুলির জন্য আয় বৃদ্ধি, উচ্চমূল্যের সামুদ্রিক মাছ আহরণ এবং রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এদিন প্রকাশিত হতে চলা ‘ওডিশা ডিপ সি ফিশিং মিশন (২০২৬-২০৩৬)’-এর লক্ষ্য আধুনিক মৎস্যবন্দর, কোল্ড-চেইন, মূল্য সংযোজন, বৈজ্ঞানিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং বাজার সংযোগ গড়ে তুলে ওডিশাকে দেশের অন্যতম গভীর সমুদ্র মৎস্য ও সামুদ্রিক রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১,০৯৯ কিলোমিটার এবং *এল ও এ নামচা*

● হাই সিজের মাছ ধরার অনুমতির ক্ষেত্রে প্রথমবার লেটার অব অথরাইজেশন চালু।

● অথরাইজেশন থাকলে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ এখন এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের বাইরেও বৈধভাবে মাছ ধরতে পারবে।

● এল ও এ হবে অনলাইন ও জাহাজভিত্তিক। কোনওভাবেই এই অনুমোদন হস্তান্তরযোগ্য নয়।

● রিয়ালট্রাফট পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি জাহাজের ডিজিটাল নজরদারি চলবে।

● গভীর সমুদ্রে টুনার মতো উচ্চমূল্যের মাছ ধরতেই কেন্দ্রের এই উদ্যোগ।

● গভীর সমুদ্রে সম্ভাব্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ৫৮.৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবিকা এই খাতের উপর নির্ভরশীল। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত প্রায় ৭৩,৮৯০ কোটি টাকার সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি করেছে। তবে বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মাছ ধরার কার্যক্রম উপকূল থেকে ৪০-৫০ নটিক্যাল মাইল-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রের মতে, গভীর সমুদ্রে বিশেষ করে টুনা ও টুনা-জাতীয় উচ্চমূল্যের মাছ আহরণের বিপুল সম্ভাবনা এখনও কার্যকর হয়নি। নতুন এলওএ ব্যবস্থা এবং ওডিশা ডিপ সি ফিশিং মিশনের মাধ্যমে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রু ইকোনমি, মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি, সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি এবং টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে, উপ-রাষ্ট্রপতির সফরের আগে, ওড়িশায় চালু থাকা মৎস্য ও জলচাষ খাতের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়নমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রতিমন্ত্রী এস. পি. সিং বাঘেল, ওড়িশার মৎস্যমন্ত্রী গোবুলানন্দ মল্লিক-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, মিঠে জল, লোনা জল এবং সামুদ্রিক—তিন ধরনের মৎস্য সম্পদের উপর ভিত্তি করে ওডিশা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ১২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৬ লক্ষেরও বেশি মৎস্যজীবীর জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। একই সময়ে রাজ্য থেকে ৫৫,৪২৯ কোটি টাকার সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি হয়েছে। কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ জোনার আওতায় ওডিশায় ইতিমধ্যে ১,৩০১ কোটির টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মৎস্যজীবীদের কল্যাণ এবং সংগ্রহ-পরবর্তী (পোস্ট-হারভেস্ট) অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজীব রঞ্জন সিং রাজ্য সরকারকে মৎস্য খাতের মূল্যশৃঙ্খল আরও *দ্বিতীয় পাতায়*

খরিফে এল নিনোই চ্যালেঞ্জ

৮ জুলাই : সম্ভাব্য এল নিনো-র প্রভাবের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও খরিফ মরসুমে কৃষি পরিকল্পনা তৈরি করে আগেই সম্ভব হয়েছে। বপন যাতে ব্যাহত না হয়, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়েছে কেন্দ্র। বুধবার নয়াদিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, জুন মাসে দেশে বৃষ্টির ঘাটতি ৩৩ শতাংশ থাকলেও জুলাইয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং সামগ্রিক ঘাটতি কমে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতিগ্রস্ত জেলার সংখ্যা ২৬২ থেকে কমে ১৭৮-এ নেমেছে। মন্ত্রী জানান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার পরিস্থিতির উপর কেন্দ্র নিয়মিত নজর রাখছে। তাঁর আশা, জুলাই মাসে বৃষ্টির গতি আরও বাড়বে এবং তার সঙ্গে খরিফ শস্যের বপনও দ্রুত এগোবে। কৃষি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৩৫০.৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে খরিফ শস্যের বপন হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯১.৯৫ লক্ষ হেক্টর কম। দেরিতে বর্ষা আসায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে সয়াবিন ও তুলা চাষে। তবে কৃষকদের কম সময়ের এবং কম জলপ্রয়োজন এমন ফসল, যেমন ভুট্টা, বাজরা ও মুগ চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহান জানান, সম্ভাব্য খরার রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছে। জুন মাসে পরিচালিত ‘খেত বাঁচাও অভিযান’-এর এই উদ্যোগ কৃষকদের অনুকূলেই যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতীয় কৃষি

খরিফ মরশুমের প্রস্তুতি

● এল নিনোর প্রভাবে এবছর খরিফ মরশুমে ৩৫০.৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হবে, যা গত বছরের তুলনায় ৯১.৯৫ লক্ষ হেক্টর কম।

● সয়াবিন ও তুলা চাষে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি হওয়ায়, কৃষকদের ভুট্টা, বাজরা ও মুগ চাষে উৎসাহ।

● এল নিনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় এপ্রিল থেকেই বিকল্প কৃষির প্রস্তুতি শুরু করে কেন্দ্র। ইতিমধ্যে ১.২৪ লক্ষ খেত বাঁচাও অভিযান সম্পন্ন।

● ১.৭৫ লক্ষ কুইন্টাল জাতীয় বীজের মজুত ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

● কৃষকদের ওপর আর্থিক বোঝা লাঘব করতে, কার্ডের মধ্যে ৯৪ হাজার কিসাণ ক্রেডিট কার্ডের অনুমোদন দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।

কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৮০ লক্ষের বেশি কৃষকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। বপন যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য কেন্দ্র প্রায় ১.৭৫ লক্ষ কুইন্টাল বীজের জাতীয় মজুত গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি কিসাণ ক্রেডিট কার্ড কর্মসূচিও জোরদার করা হয়েছে। ৩০ জুন পর্যন্ত পাওয়া ১.১৪ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ৯৪ হাজারেরও বেশি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে। কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা-য় আরও বেশি কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগও জোরদার করা হয়েছে। এল নিনোর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় এল নিনো মনিটরিং সেল, ক্রপ ওয়েদার ওয়াচ গ্রুপ, রাজ্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং নিযুক্ত আধিকারিকরা মৌসুমি বৃষ্টি, ফসলের অবস্থা, বপনের অগ্রগতি ও বাজার পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর দাবি, সম্ভাব্য প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সম্পদ, পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত রয়েছে। সময়মতো হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চলতি খরিফ মরসুমে কৃষকদের সর্বাঙ্গিক সহায়তা দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যেই ইয়োরোপের দেশগুলিতে এল নিনোর ভয়াবহ প্রকোপ পড়েছে। তীব্র গরমে ইয়োরোপের দেশগুলির বাসিন্দাদের নান্দিত্বাস উঠছে। সমাজমাধ্যমে হড়িয়ে পড়ছে তীব্র তাপপ্রবাহের ছবি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের এই উদ্যোগ কৃষকদের অনুকূলেই যাবে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

দেশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

৮ জুলাই : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আগামী কয়েক দিন দেশের বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বুধবার প্রকাশিত সর্বভারতীয় আবহাওয়া বুলেটিনে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য, পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ, দমকা হাওয়া এবং কয়েকটি এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, বুধবার থেকে উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, উপকূল কর্ণাটক, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট, কোকণ ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বিহার, হরিয়ানা, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, কেরল, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, পঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ, উত্তরাখণ্ড, বিদর্ভ, পশ্চিম রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী কয়েক দিন অরুণাচল প্রদেশ, অসম-মেঘালয়, বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান এবং উপ-হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ-সিকিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে আইএমডি। পশ্চিম উপকূলের কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া, বজ্রপাত এবং বজ্রঝড়ের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু গুজরাটের বাকি অংশ এবং রাজস্থান ও হরিয়ানার আরও কিছু এলাকায় অগ্রসর হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবশিষ্ট অংশেও মৌসুমি বায়ু আরও বিস্তারের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমডি। এদিকে, ভারী বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। হরিয়ানার গুরুগ্রামে প্রবল বর্ষণের ফলে নারসিংহপুর এলাকায় জাতীয় সড়ক-৪৮-এর একটি অংশ ধসে পড়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে সিয়ানচট্টির কাছে যমুনোত্রী জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১৩৪)-এ ধসে গেলে পথর ও ধ্বংসাবশেষ জমে পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতর নাগরিকদের প্রয়োজন ছাড়া জলমগ্ন এলাকা এড়িয়ে চলা, যাত্রার আগে ট্রাফিক পরিস্থিতি জেনে নেওয়া, স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলা এবং ভূমিধস, আকস্মিক জলাবদ্ধতা ও কম দৃশ্যমানতার মতো পরিস্থিতিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এদিন দুপুরের পর থেকে বিপুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, জুন মাসের থেকে জুলাই মাসে বৃষ্টির মোট পরিমাণ বাড়বে। ফলে কিছুটা হলেও সুরাহা মিলবে বলে অভিমত কেন্দ্রের। অন্যদিকে সন্ধ্যার কুলেটিনে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর ছত্তিশগড় এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশের উপর অবস্থানকারী গভীর নিম্নচাপটি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ অতিক্রম করবে এবং ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।

সম্পাদকীয়

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের নীতিনির্ধারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের শেষ প্রান্ত হিসেবে দেখা হয়েছে। দিল্লির মানচিত্রে যে অঞ্চলটি 'দূরবর্তী', বাস্তবে সেটিই ভারতের পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে নিরাপত্তা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার চশমা পরে উত্তর-পূর্বকে দেখা হয়েছে। ফলে সম্ভাবনার পরিবর্তে আলোচনায় এসেছে সমস্যা, বিনিয়োগের পরিবর্তে এসেছে ভর্তুকি, আর উন্নয়নের পরিবর্তে এসেছে নির্ভরতার সংস্কৃতি। গত এক দশকে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি উত্তর-পূর্বকে ভারতের প্রান্ত নয়, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করেছে। এই নীতির বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের মতো উদ্যোগে। প্রশ্ন শুধু বিনিয়োগ টানা নয়; প্রশ্ন হল, উত্তর-পূর্বকে উৎপাদন, লজিস্টিকস, পর্যটন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। ত্রিপুরার ভূগোলই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের নিকটবর্তী অবস্থান এবং আসিয়ান বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা—এই তিনটি উপাদান ত্রিপুরাকে একটি স্বাভাবিক বাণিজ্যিক করিডরে পরিণত করতে পারে। অর্থনীতি কখনও শুধুমাত্র রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না; বাণিজ্যের পথই অর্থনীতির কেন্দ্র নির্ধারণ করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিপুরা আগামী দশকে

ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে কেবল বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়ে উন্নয়ন হয় না। অতীতে বহু 'ইনভেস্টরস সামিট'-এ হাজার হাজার কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের হার আশানুরূপ হয়নি। তাই ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভের সাফল্য নির্ভর করবে কত দ্রুত জমি, বিদ্যুৎ, দক্ষ মানবসম্পদ, শিল্পবান্ধব প্রশাসন এবং পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় তার উপর। বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় শর্ত করছাড় নয়; নীতিগত স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা। উত্তর-পূর্বকে যদি সত্যিই ভারতের প্রবৃদ্ধির নতুন ইঞ্জিনে পরিণত করতে হয়, তবে তাকে অনুদানের রাজনীতি থেকে বের করে উৎপাদনের অর্থনীতিতে আনতে হবে। স্থানীয় যুবকদের চাকরিপ্রার্থী নয়, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষি, বাঁশশিল্প, রাবার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটন এবং সীমান্ত বাণিজ্য— এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্বের নিজস্ব শক্তি রয়েছে। প্রয়োজন কেবল সেই শক্তিকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার। ভারত যখন ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন দেখছে, তখন উত্তর-পূর্বকে আর দেশের শেষ প্রান্ত হিসেবে দেখার অবকাশ নেই। যে অঞ্চল একসময় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রে ছিল, আগামী দিনে সেই অঞ্চলই ভারতের রপ্তানি, সংযোগ এবং পূর্বমুখী অর্থনৈতিক কূটনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ সেই দীর্ঘ যাত্রার একটি ধাপ মাত্র। এখন প্রয়োজন ঘোষণার নয়, বাস্তবায়নের।

সফল পরীক্ষা

প্রথম পাতার পরে

প্রতিরক্ষা শিল্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে দীর্ঘ-পাল্লার নির্দেশিত রকেট নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান ও প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সচিব রাজেশ কুমার সিং পরীক্ষাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে অভিনন্দন জানান। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, পিনাকা এলপিজিয়ার ভারতের দেশীয় রকেট আর্টিলারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। উন্নত নির্ভুলতা, দীর্ঘ পাল্লা এবং একই লঞ্চর থেকে বিভিন্ন ধরনের রকেট উৎক্ষেপণের সক্ষমতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফায়ারপাওয়ার বৃদ্ধি পাবে।

আজ থেকে

প্রথম পাতার পরে

শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, রপ্তানিকারক, সমবায় সমিতি এবং ফিশ ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করলে রাজ্যের এখনও অপ্রয়োগিত রপ্তানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে মূল্য সংযোজন, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষের প্রসার এবং নতুন মৎস্যপণ্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

আক্ষারায় ন্যাটোর জরুরি বৈঠক

মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতি চুক্তির অবসান

৮ জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি ও পরমাণু নিয়ন্ত্রণ চুক্তি কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে। এই পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতি নতুন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরানের সঙ্গে হওয়া সমস্ত চুক্তির অবসান ঘটেছে। একইসঙ্গে ন্যাটোর অন্যতম সদস্য স্পেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করারও ঈশিয়ার দিয়েছেন তিনি। এর জেরে আন্তর্জাতিক শেয়ারবাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ন্যাটোর ৩২টি সদস্য দেশের শীর্ষ নেতৃহু ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী জরুরি রুদ্ধ্ধার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের সভাপতিত্বে বৈঠকে মার্কিন সিদ্ধান্তের ইউরোপীয় অর্থনীতি ও মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা চলছে।

মাত্র ১২০ দিন আগে মার্কিন প্রশাসন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সরকারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছিল। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ইরান ফোরদো ও নাতাঞ্জ কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা ৬০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামাতে এবং প্রায় ১৯ হাজার সেপ্ট্রিফিউজের মধ্যে ১০ হাজার নিষ্ক্রিয় করতে সম্মত হয়েছিল। বিনিময়ে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে আটকে থাকা প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলারের ইরানি সম্পদ মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিল ওয়াশিংটন। চুক্তির পর ইরানের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি দৈনিক ১.২ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে ২.৬ মিলিয়ন ব্যারেলে পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮৮ ডলার থেকে ৭২ ডলারে নেমে আসে এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতিও ৫.১ শতাংশ থেকে ৪.৩ শতাংশে কমে বলে দাবি করা হয়। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নতুন মোড় আসে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ও মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ ওঠে, ইরান গোপনে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা ৬৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। এই অভিযোগের পরই ট্রাম্প

চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন। একইসঙ্গে স্পেনকে কেন্দ্র করেও নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে স্পেন সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের এলএনজি ও বিকল্প জ্বালানি চুক্তি করেছে। এর প্রেক্ষিতে ট্রাম্প প্রশাসন স্পেনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ব্যবস্থা নেওয়ার ঈশিয়ার দিয়েছে। দুই দেশের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪২.৮ বিলিয়ন ডলার। বিশ্লেষকদের মতে, সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে স্পেনের স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশ ও কৃষিপণ্যের প্রায় ৭.২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং লক্ষাধিক কর্মসংস্থান ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

এই প্রেক্ষাপটেই আক্ষারায় ন্যাটোর জরুরি বৈঠকে প্রায় ৪৫০ জন কূটনীতিক ও ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। তুরস্ক মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে। কারণ, একদিকে ইরানের সঙ্গে তাদের প্রায় ৯.৫ বিলিয়ন ডলারের এবং অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সমাধান না হলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১৫–১২০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ৬.৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরে অতিরিক্ত নৌবাহিনী মোতায়েন করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতি আরও জটিল হলে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক উত্তেজনা এবং ন্যাটো জোটের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক মতপার্থক্য মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চুক্তি বাতিল হলে, গোটা বিশ্বে যুদ্ধের দামামা বাজতে পারে বলেও মত ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। সেক্ষেত্রে দেশগুলির ওপর বিপুল চাপের বোঝা নেমে আসতে পারে।

উত্তরপূর্বে বিনিয়োগে জোর

৮ জুলাই : উত্তর-পূর্ব ভারতে শিল্পায়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে আজ একদিনের সফরে ত্রিপুরায় আসছেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়া। আগরতলার হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারণকদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ত্রিপুরায় শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া এবং স্থানীয় শিল্পকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করা। সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, লজিস্টিকস, শিল্পোন্নয়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানোর কেন্দ্রীয় সরকারের রূপরেখাও তুলে ধরবেন জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্কিয়া। কেন্দ্রের দাবি, এই সফর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ নীতি এবং ‘বিকশিত উত্তর-পূর্ব’ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অবকাঠামো, যোগাযোগ, শিল্প, পর্যটন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত করাই কেন্দ্রের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৫ সালের মে মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘রাইজিং নথইস্ট ইনভেস্টরস সামিট’-এ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রায় ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আসে। এর মধ্যে ত্রিপুরার জন্য প্রায় ২৩,৮৬৭ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া যায়। ওই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একাধিক সমঝোতা স্মারকের বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের মতে, ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ সেই বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন, নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ, শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ-সংলগ্ন ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অ্যাক্ট ইস্ট নীতি-র প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা আগামী দিনে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে।

নেশামুক্ত ভারত অভিযানে পদক্ষেপ

৮ জুলাই : মাদকাসক্তি রোধে জনসচেতনতা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রের ‘নেশা মুক্ত ভারত অভিযান’-কে জনআন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে নতুন করে উদ্যোগ জোরদার করা হয়েছে। বুধবার কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার মন্ত্রক জানায়, ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট শুরু হওয়া এই অভিযান ইতিমধ্যেই দেশের ২৩ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭.৮১ কোটির বেশি যুবক-যুবতী, ৫.২৪ কোটির বেশি মহিলা এবং ১৭ লক্ষেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও সদস্যরা। কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচার মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার বলেন, সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, নারকোটিক্স ব্যুরো, রাজ্য ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরকে একত্রিত করে সমন্বিতভাবে কাজ করার ফলে মাদকবিরোধী লড়াই আরও শক্তিশালী হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, প্রথমে ২৭২টি ঝুঁকিপূর্ণ জেলায় শুরু হলেও বর্তমানে এই অভিযান গোটা দেশে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, পুনর্বাসন-পরবর্তী সহায়তা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ—এই সাতটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায় ও নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এই অভিযান এখন 'জন আন্দোলন'-এর রূপ নিয়েছে বলে দাবি মন্ত্রকের। মন্ত্রক জানিয়েছে, মাদক সেবন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর গুরুতর সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভাব ফেলে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এনএমবিএ প্রতিজ্ঞা কর্মসূচিও চালু করা হয়েছে।



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়)

মহাবিশ্বে মহাকাশ

মাবো...

৮ জুলাই : নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ-এর মিড-ইনফ্রারেড ইনস্ট্রুমেন্ট নিকটবর্তী গ্যালাক্সি সেন্টরাস এ-এর এক অভূতপূর্ব চিত্র ধারণ করেছে। এই পর্যবেক্ষণে গ্যালাক্সিটির ধূলিমেঘে আচ্ছাদিত গঠন এবং এতদিন আড়ালে থাকা বিভিন্ন সক্রিয় প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ওয়েব টেলিস্কোপের ইনফ্রারেড দৃষ্টিশক্তি গ্যালাক্সিটির কেন্দ্র জুড়ে বিস্তৃত উষ্ণ ধূলিকণার জটিল তন্তু, বৃত্তাকার কাঠামো (লুপ) এবং উজ্জ্বল ধূলিমেঘ উন্মোচন করেছে, যা সাধারণ দৃশ্যমান আলোয় দেখা সম্ভব নয়। গ্যালাক্সিটির কেন্দ্রস্থলে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, যা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে আশপাশের পদার্থ গ্রাস করছে, অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।